ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-VI, July, 2026, Page No. 2225-2234
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.06W.485

ন্যায় মতে করণ: একটি পর্যালোচনা

পিয়ালী দাস, *সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ইভিনিং কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 12.07.2026; Accepted: 22.07.2026; Available online: 31.07.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The concept of *Karaṇa* (instrumental cause) constitutes a fundamental component of Nyāya epistemology and metaphysics, particularly in the analysis of causal relations underlying the production of effects and valid cognition. This paper critically examines the nature, definition, and philosophical significance of *Karaṇa* within the Nyāya tradition, tracing its conceptual evolution from the classical Naiyāyikas to the Navya-Naiyāyikas. While the early Naiyāyikas identify *Karaṇa* as the extraordinary or most efficacious cause distinguished by its immediate relation to the effect (*phalāyogavyavacchinna kāraṇa*), later thinkers redefine it in terms of operative activity (*vyāpāra*) and causal efficacy. The study explores the divergent interpretations advanced by prominent philosophers such as Uddyotakara, Vācaspati Miśra, and Jayantabhaṭṭa, with particular emphasis on Jayanta's doctrine of *Sāmagrī-kāraṇavāda*, which regards the totality of causal conditions as the true instrumental cause. Through a comparative and analytical approach, the paper evaluates the strengths and limitations of these competing theories and demonstrates how the debates concerning *Karaṇa* contributed to the refinement of Nyāya theories of causation. The study highlights the enduring philosophical relevance of these discussions within the broader framework of classical Indian thought.

Keywords: Nyāya, Karaṇa, Causation, Instrumental Cause, Navya-Nyāya, Jayantabhaṭṭa, Sāmagrī-kāraṇavāda

মহর্ষি গৌতম প্রতিষ্ঠিত ন্যায় দর্শন প্রমেয় প্রধান দর্শন। ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান থেকে নিঃশ্রেয়সের অধিগমই হল এই শাস্ত্রের প্রয়োজন। সর্ববিদ্যার প্রদীপ স্বরূপ ন্যায় দর্শন প্রমেয় প্রধান হলেও প্রমেয় সিদ্ধি মাত্রই প্রমানাধীন- 'মানাধিনাং মেয়সিদ্ধিঃ'। বলা বাহুল্য ন্যায় মতে এই প্রমান হচ্ছে প্রমেয়র করণ- "প্রমা করণং প্রমাণম্।"[১] এই 'করণ' বিষয়ে নৈয়ায়িকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। তবে তাঁরা সকলেই বহুকারণবাদী। বহুকারণবাদী হলেও বিচিত্রকার্যের বিচিত্র কারণ তাঁদের কাছে অনভিপ্রেত নয়। এই কারণাবলীর মধ্যে যেটি অসাধারণ কারণ তাকে করণ বলা হয়।[২] কিন্তু এই অসাধারণত্ব বিষয়ে ন্যায়াচার্য্যগণের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মতে, 'ফলাযোগ ব্যবচ্ছিন্নং কারণং করণম্।' আবার নব্য নৈয়ায়িকগণের মতে, 'ব্যাপারবৎ কারণং করণম্'। উদ্দ্যোতকর চরম কারণ ব্যাপারকে করণ বলে দাবী করলেও ঐ ব্যাপার যার দ্বারা কার্যজনক হয় সেই ব্যাপার-বিশিষ্ট কারণকেও করণ বলেছেন। উদ্দ্যোতকরের মতে করণ দু প্রকার- মুখ্য ও গৌণ। অন্নংভট্ট প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে নব্যমত স্বীকার করলেও অনুমিতির ক্ষেত্রে প্রাচীন মত অনুগমণ করেছেন।

জয়ন্তভট্ট আবার সামগ্রী করণতাবাদ স্বীকার করেন, করণ বিষয়ে এই ভিন্ন ভিন্ন মতের একটি পর্যালোচনা করাই এই গবেষণা পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই আলোচনায় সুস্পষ্ট হল যে কারণ প্রসঙ্গেই ন্যায় দর্শনে করণের আলোচনা। প্রশ্ন হচ্ছে কারণ বলতে কি বোঝায়? কার্য মাত্রই কি কারণ জন্য? "কার্য নিয়ত পূর্ববৃত্তি কারণম্। কার্য্যং প্রাগভাব প্রতিযোগি।"[৩] অর্থাৎ যা কার্যের নিয়ত অব্যবহিত পূর্বে থাকে তাই কারণ। কার্য বলতে প্রাগভাব প্রতিযোগীকে বোঝানো হয়। কেবলমাত্র কার্য নিয়ত পূর্ববৃত্তি ঘটনাই কারণ হলে আকাশাদি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ও ঘটাদি কার্যের কারণ হয়ে পড়ে। তাই নৈয়ায়িকগণ বলেন "অন্যনথাসিদ্ধতেসতি নিয়ত পূর্ববৃত্তিত্বং কারণম্।"[৪] অর্থাৎ যা অন্যথাসিদ্ধ নয় (অন্যভাবে বা অন্যকার্যের কারণ রূপে সিদ্ধ বা প্রসিদ্ধ নয় এবং যা অপ্রাসঙ্গিক নয়) এবং কার্য নিয়ত পূর্ববৃত্তি তাই হল কারণ। আকাশাদি শব্দের জনক রূপে প্রসিদ্ধ বলে ঘটাদি কার্যের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ। মৃত্তিকা, সলিল, দণ্ড, চক্র, কুম্ভকারাদিই হল ঘট কার্যের কারণ। ন্যায় মতে যে কোনো কার্য্যের উৎপত্তিতে একাধিক কারণ অপেক্ষিত হয়, এই কারণগুলির মধ্যে যে কারণটি অসাধারণ, তাকে করণ বলা হয়।

মহর্ষি পাণিনির মতে 'সাধকতমং করণম্'।[৫] অমর সিংহ ও 'করণং সাধকতমম্'[৬] এই কথা বলেছেন। সাধকতমই করণ শব্দের অর্থ। সাধক বা কারণের মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ, তাই সাধকতম। এখন প্রশ্ন হল শ্রেষ্ঠ কোনটি? মহর্ষি পাণিনির মতে ব্যাপার করণ নয়, ব্যাপারবিশিষ্ট কারণকেই তিনি করণ বলেন, নব্য নৈয়ায়িকদের মতে, ব্যাপারটি ব্যাপারশূন্য হওয়ায় তা করণ হতে পারে না, সুতরাং তাঁদের মতে ব্যাপারবিশিষ্ট কারণই শ্রেষ্ঠ কারণ।

প্রাচীন নৈয়ায়িক মতে অতিশয়িতত্ত্বই অসাধারণ কারণত্ব[৭] অর্থাৎ এই মতে কারণের 'অসাধারণত্ব' বলতে বোঝায় 'ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নত্ব'।

আবার নব্য নৈয়ায়িকগণ "অসাধারণত্বং ব্যাপারবত্ত্বম্"[৮] এইরূপে ব্যাপারবত্ত্বকেই অসাধারণত্ব বলেছেন। এইমতে একই কার্য্যের বহু কারণ থাকলেও যে কারণটি ব্যাপারবৎ কার্য বা ফল নিষ্পাদনের প্রতি যেটি নির্ব্যাপার নয়, সেটিই ব্যাপারবত্ত্বহেতু। তাই সাধারণের অতিরিক্ত অসাধারণ কারণ। সকল কার্যেরই সাধারণভাবে যেমন কার্যত্বরূপ একটি ধর্ম থাকে, ঘট, পট প্রভৃতি কার্যবিশেষে আবার সেই সঙ্গে কার্যত্বের অতিরিক্তরূপে ঘটত্ব, পটত্ব ইত্যাদিরূপ অপর একটি বিশেষ ধর্মও থাকে। এই রূপে ঘটত্ব হল ঘটরূপ কার্যের যে ধর্ম কার্যত্ব তার অতিরিক্ত ঘটের একটি ধর্ম। কার্যত্বের অতিরিক্ত এই যে ঘটের ঘটত্ব ধর্ম সেই ধর্ম বিশিষ্ট যে কার্যতা তা ঘটরূপ কার্যে থাকে এবং সেই কার্যতানিরূপিত কারণতা আবার থাকে দণ্ডে। আর এই কার্যতানিরূপিত কারণতাশালিত্ব হল দণ্ডত্ব। ফলে এটাই হবে অসাধারণ কারণত্ব। অতএব ঘটরূপ কার্যের প্রতি দণ্ড হল অসাধারণ কারণ।

বাৎসায়ণ, উদ্দ্যোতকর প্রমুখ প্রাচীন নৈয়ায়িকদের মতে, ব্যাপারের অব্যবহিত পরেই কার্য সম্পন্ন হওয়ায় ব্যাপার হল মুখ্য করণ। ব্যাপারকে মুখ্য করণ বলে স্বীকার করলেও ব্যাপারের দ্বারা যেটি কার্যজনক হয়, তাকেও করণ বলেছেন। তাই প্রাচীনগণ ফলাযোগব্যবচ্ছিন্ন কারণকেই করণ বলেন। অর্থাৎ ফলের (কার্যের) সহিত যার অযোগব্যবচ্ছেদ, যা থাকলে ফল অবশ্যই উৎপন্ন হয় তাই করণ। যে কারণটি ক্রিয়া বা ফলযুক্ত অর্থাৎ যা হলে ক্রিয়া বা ফল হবেই, তাই করণরূপে পরিগণিত হবে। কারণ সামগ্রীর মধ্যে যে কারণটি ফলে উপধা অর্থাৎ সমীপে থেকে ফলকে ধারণ করে, সেই ফলোপদায়ক কারণই করণ।

অতএব বলা যেতে পারে, ফলের সহিত যে সকল কারণের সাক্ষাত যোগ নেই অর্থাৎ ফলাযোগ তা হতে ভিন্ন যে কারণ সেটি ফলাযোগব্যবচ্ছিন্ন কারণ, আর তাই হল করণ। তাই 'ন্যায়কোষ' এ বলা হয়েছে "ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নং ফলোপধায়কং বা কারণমেব করণম্।"[৯]

মথুরানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় উক্ত প্রকার করণ লক্ষণের ব্যাখ্যায় বলেছেন "করণত্বঞ্চ ফলাযোগব্যবচ্ছিন্ন-কারণত্বং ফলোপধায়কত্বমিতি যাবৎ, ন তু ব্যাপারবত্ত্বে সতি কারণত্বম্।"[১০] সুতরাং ফলজনক ব্যাপারকে দ্বার না করে ফলাযোগব্যবচ্ছিন্ন যে কারণত্ব, তাই পর্যবসিত করণত্ব। এই মতে চরম কারণ অর্থাৎ কার্যের প্রতি কারণগুলির মধ্যে যে কারণের অব্যবহতি পরে কার্য্য হবেই, সেই চূড়ান্ত কারণই করণ। যেমন প্রত্যক্ষজ্ঞানরূপ কার্যের প্রতি বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ অর্থাৎ সন্নিকর্ষ হল করণ।

উদ্দ্যোতকর চরম কারণ ব্যাপারকে করণ বলে স্বীকার করলেও ঐ ব্যাপার যার দ্বারা কার্যজনক হয় সেই ব্যাপার বিশিষ্ট কারণকেও করণ বলেছেন। তিনি করণ এর দু প্রকার ভেদ স্বীকার করেছেন মুখ্য ও গৌণ, প্রধান ও অপ্রধান। চরম কারণ ব্যাপার উপস্থিত হওয়া মাত্রই কার্য উৎপন্ন হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপারীর উপস্থিতি ছাড়াই কেবলমাত্র ব্যাপার থেকেই কার্য উৎপন্ন হতে দেখা যায়, অতএব ব্যাপারের প্রাধান্য অবশ্য স্বীকার্য হওয়ায় তিনি ব্যাপারকেই মুখ্য করণ বলেছেন। যেহেতু চরম কারণ ব্যাপার অন্যকে অপেক্ষা করেই ব্যাপার বলে গণ্য হয়, কাজেই ব্যাপার বিশিষ্ট কারণও করণ, কিন্তু ব্যাপার- বিশিষ্ট কারণের কারণতা চরম কারণের তুলনায় গৌণ বা অপ্রধান হওয়ায় তা গৌণ করণ। করণের মুখ্য ও গৌণ ভেদ বৈয়াকরণ মতেও সিদ্ধ। বৈয়াকরণ গণ ব্যাপার-বিশিষ্ট কারণকে সাধকতম গণ্য করে সেখানে করণার্থক তৃতীয়া বিভক্তি প্রয়োগ করেন। তাঁরা স্বীকার করেন যে বক্তার বিবক্ষাঅনুসারে কর্তা ও অধিকরণ কারক প্রভৃতি করণকারক রূপে ভাষায় ব্যবহৃত হতে পারে।

নব্যনৈয়ায়িকগণ করণের লক্ষণে বলেন "ব্যাপারবৎ কারণং করণম্।"[১১] নৈয়ায়িকগণের এইরূপ করণলক্ষণের অর্থ হল, যে ব্যাপার কার্যের অব্যবহিত পূর্বে থেকে কার্য বা ফল উৎপাদন করে, কার্যের প্রতি কারণগুলির মধ্যে সেই ব্যাপারের আশ্রয় যে কারণ তাই করণ। অর্থাৎ যে কারণে উক্ত ব্যাপার আছে বা ব্যাপারবিশিষ্ট সেই কারণই হল করণ।

নৈয়ায়িকগণ এই রূপে কারণের ব্যাপারবত্ত্বকে করণত্ব বলেছেন। যারা করণের উক্তরূপ লক্ষণ স্বীকার করেন বৈয়াকরণগণের ন্যায় তাদের মতেও নির্ব্যাপার (যার ফলের প্রতি কোন ব্যাপার থাকে না অর্থাৎ ক্রিয়াৎপাদনে যা নির্ব্যাপার তা উক্ত ক্রিয়া বা ফলের প্রতি) কখনও করণ হতে পারে না।[১২] ফল নিষ্পত্তির প্রতি যে কারণের ব্যাপার সাক্ষাতভাবে অপেক্ষিত উক্ত কারণই ব্যাপারের মাধ্যমে ফল নিষ্পাদনের দ্বারা উক্ত ফলের প্রতি করণ বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। তাই নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্য বলেছেন- "ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নব্যাপারবৎ কারণত্বং করণত্বং, ন তু কারণত্বমাত্রম।"[১৩] আবার 'বৈয়াকরণভূষণসার' গ্রন্থের 'দর্পণ' টীকায় হরিবল্লভ বলেছেন

> "নৈয়ায়িকাকাস্ত্ব সাধারণং কারণং করণম্। কারণে অসাধারন্যং চ ব্যাপারবত্ত্বমেব। ন তু ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নত্বম্।"[১৪]

করণের স্বরূপ প্রসঙ্গে আরও বলা হয়, করণ কার্যের সমানাধিকরণ হওয়া আবশ্যক। বিষয়- প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় ও সন্নিকর্ষ একই অধিকরণে উপস্থিত থাকায় এই স্বজন্য ব্যাপারবত্তাই (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-জন্য সন্নিকর্ষ এবং সন্নিকর্ষ-জন্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ) করণের কার্যের সাথে সম্বন্ধ যুক্ত হয়। এই সম্বন্ধ যোগে যা কারণ সেটিই করণ।

শাব্দিকমতে ব্যাপারবৎ কারণই করণ। ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর কারকচক্র গ্রন্থে করণের আলোচনা কালে বলেছেন 'বস্তুতস্তু ব্যাপারবৎ কারণং করণমিতি'। এ বিষয়ে ভর্তৃহরিরও একই সুর। শাব্দিক শিরোমণি করণে তৃতীয়া বিভক্তির বিধান থাকায় করণ কারকের লক্ষণ দিয়েছেন-

> "ক্রিয়ায়াঃ পরিনিষ্পর্ত্তির্যদব্যাপারাদনন্তরম, বিবক্ষ্যতে যদা তত্র করণং তত্তদা স্মৃতম্।"[১৫]

এখন প্রশ্ন হল 'ব্যাপার' বলতে কী বোঝায়? 'ব্যাপার' প্রসঙ্গে দুটি অর্থ প্রচলিত 'তজ্জন্যত্বেসতি তজ্জন্যজনকত্বম্' এবং 'তজ্জনকতাপ্রয়োজক জনকতাকত্বম্'। তন্মধ্যে প্রথম অর্থটিই সর্বাধিক প্রচলিত। 'তজ্জন্যত্বেসতি তজ্জন্যজনকত্বম্'- ব্যাপারের এই লক্ষণটির অর্থ হল যাতে তজ্জন্যত্ব এবং তজ্জন্য জনকত্ব-এই উভয়েই থাকে, তা হল ব্যাপার। ব্যাপারের মাধ্যমেই যে কারণ কার্যের জনক হয়, সেইরূপ কারণই ব্যাপারবৎ বা করণ হয়। কিংবা কার্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ না হয়ে, যে ব্যাপার ঘটিত সম্বন্ধেই কারণ হয়- সেই করণ। 'ব্যাপার' কারণের দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং সেই কারণের দ্বারা উৎপন্ন কার্যের জনক হয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে- বৃক্ষ ছেদনরূপ কার্যের প্রতি হস্ত, কুঠার ও বৃক্ষ এরা সকলেই কারণ হলেও কুঠার ও বৃক্ষের দৃঢ় সংযোগরূপ ব্যাপারই অব্যবহিত রূপে বৃক্ষছেদনরূপ ক্রিয়া নিষ্পাদন করে এবং সেই সংযোগরূপ ব্যাপার কুঠারেই রয়েছে, বৃক্ষে বা হস্তে নেই। কারণ কুঠার সরিয়ে নিলে বৃক্ষ বা হস্তের উপস্থিতি সত্ত্বেও ছেদন কার্যটি হবে না। ফলে উক্ত ব্যাপার কুঠারেরই। কাজেই ব্যাপারবিশিষ্ট হেতু কুঠারই বৃক্ষছেদনরূপ ক্রিয়ার প্রতি করণ হবে।[১৬]

ব্যাপারের অপর একটি লক্ষণ হল 'তজ্জনকতাপ্রয়োজকজনকতাকত্বম্' এর তাৎপর্য হল- যে নিজ জনকতার দ্বারা যাতে কার্যের জনকতার সম্পাদক হয়, সে সেই কার্যের প্রতি সেই কারণের ব্যাপাররূপে পরিগণিত হয়। ছেদনানুকূল কাষ্ঠ- কুঠার সংযোগ ছেদনক্রিয়ার (ফলের) জনক হয় বলে তাতে ছেদন জনকতা থাকে। এই কাষ্ঠ কুঠার সংযোগই স্বনিষ্ঠছেদন জনকতার দ্বারা কুঠারে ছেদন কার্যের জনকতা সম্পাদন করে। কুঠার স্বজন্য কাষ্ঠ-কুঠার সংযোগের মাধ্যমেই ছেদনের জনক হয় বলে তজ্ (কাষ্ট-কুঠার সংযোগ) জনকতাপ্রয়োজক কুঠার-নিষ্ঠ-জনকতা যার সে তজ্জনকতা প্রয়োজক-জনকতাক। এখানে কাষ্ঠ-কুঠার সংযোগে তজ্জনকতাপ্রয়োজক-জনকতাকত্ব থাকায় কাষ্ঠ-কুঠার সংযোগে ব্যাপার লক্ষণ সঙ্গত হয়। কারণের কারণ অথবা পরম্পরায় কারণ প্রযোজক হওয়ায় কুঠারে যে ছেদন জনকতা থাকে তা প্রযোজক জনকতা। করণরূপ কারণগুলি কার্যের অব্যবহিত পূর্বে থাকুক বা না থাকুক এরা স্বজন্য ব্যাপারবত্তারূপ ব্যাপারঘটিত সম্বন্ধেই কারণ হয়। তাই যাগাদি স্বর্গফলরূপ কার্যের অব্যবহিত পূর্বে না থেকেও স্বজন্য অদৃষ্টের মাধ্যমে স্বর্গের জনক হতে পারে।

নব্যনৈয়ায়িকদের মতে প্রত্যক্ষ স্থলে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ব্যাপার এবং সেই ব্যাপারবিশিষ্ট ইন্দ্রিয় করণ অর্থাৎ প্রমাণ। অনুমিতির ক্ষেত্রে লিঙ্গ পরামর্শ ব্যাপার এবং ব্যাপ্তিজ্ঞান সেই ব্যাপার বিশিষ্ট করণরূপে অনুমান প্রমাণ, অনুরূপভাবে উপমিতির ক্ষেত্রে অতিদেশ বাক্যার্থ স্মরণ করণরূপ উপমান প্রমাণ এবং সাদৃশ্যজ্ঞান সেই করণের ব্যাপার। আবার শাব্দবোধের ক্ষেত্রে পদজ্ঞানকে শাব্দজ্ঞানের করণরূপ প্রমাণ বলেছেন এবং পদজন্য পদার্থ স্মরণকে তার ব্যাপার বলে উল্লেখ করেছেন স্মৃতির প্রতি পূর্বানুভব করণ, যেহেতু তা স্বজন্য সংস্কারের মাধ্যমে স্মৃতির জনক হয়।

এই আলোচনা থেকে নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে প্রত্যক্ষাদি কার্যের করণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা যায়–

করণ

প্রাচীনমত	নব্যমত	কার্য
ইন্দ্রিয়	ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ	প্রত্যক্ষ

ব্যাপ্তিজ্ঞান	পরামর্শ	অনুমিতি
অতিদেশবাক্যার্থস্মরণ	সাদৃশ্যজ্ঞান	উপমিতি
পদজ্ঞান	পদজন্য পদার্থস্মরণ	শাব্দবোধ

করণ সম্বন্ধীয় তর্কসংগ্রহকার অন্নংভট্টের মতাবাদকে প্রাচীন ও নব্যন্যায় থেকে ভিন্ন একপ্রকার মতবাদ বলা যেতে পারে। তিনি অসাধরণ কারণকে করণ বলে স্বীকার করলেও তাকে চরম কারণ বা ব্যাপারবিশিষ্ট কারণরূপে বোঝেননি। তাঁর মতানুযায়ী সাধারণ কারণ থেকে ভিন্ন যে কারণ তাই অসাধারণ কারণ। অন্নংভট্ট প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে ব্যাপার বিশিষ্ট কারণ বা ইন্দ্রিয়কে এবং অনুমানের ক্ষেত্রে ফলাযোগ ব্যবচ্ছিন্ন কারণ বা পরামর্শকে করণ বলে গণ্য করেছেনে।

করণ সম্বন্ধে ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্ত ভট্টের মতাবাদটি সামগ্রী করণতাবাদ নামে পরিচিত। তিনি কোন কারণ-ব্যক্তিকে করণ বলে স্বীকার করেননি, তাঁর মতে সমগ্র কারণের সংহতিরূপ বা সামগ্রীই করণ। সামগ্রীর প্রমাণত্ববাদ জয়ন্তের উদ্ভাবিত হলেও ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থে তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন যে পূর্বে ক্ষুদ্র আকারে সামগ্রী করণতাবাদ কারও কারও সম্মত ছিল। এমনকী কুমারিল ভট্ট ও তাঁর শ্লোকবার্ত্তিকেও সামগ্রীর প্রমাণত্ববাদের উল্লেখ করেছেন।

জয়ন্তভট্টও মহর্ষি পাণিনির মতকে অনুসরণ করে করণকে সাধকতম বলেছেন। 'সাধক' শব্দের উত্তর 'তমপ্' প্রত্যয় যোগে 'সাধকতম' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। 'তমপ্' প্রত্যয়ের অর্থ অতিশয় বা উৎকর্ষ। কার্যোৎপত্তিতে যে সকল কারণগুলি থাকে তাদের মধ্যে যেটি সাধক বা করণগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেটিই সাধকতম। মঞ্জরীকারের মতে, কার্যোৎপত্তির জন্য সকল কারণেরই জনকতাতুল্যমূল্য হওয়ায় শুধুমাত্র চরম কারণকে বা ব্যাপার বিশিষ্ট কারণকে সাধকতম বা অতিশয়যুক্ত বলা যেতে পারে না। তিনি কোন একটি বিশেষ ব্যক্তি কারণকে করণ না বলে সামগ্রীকে করণ বলে স্বীকার করেছেন। যেহেতু সকল কারণই কার্যের প্রতি সাধক এবং কোন একটি ব্যতিরেকে কার্যের উৎপত্তি হয় না সেহেতু কোন কারণ বিশেষেরই অতিশয়ত্ব নেই, ফলে কারণ সামগ্রীই অতিশায়িত সাধক বা সাধকতম। কাজেই সামগ্রীই তার মতে করণ। করণের স্বরূপ ও লক্ষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন "অব্যভিচারিণীম-সন্দিগ্ধামর্থোপলব্ধিং বিদধতী বোধাবোধস্বভাবা সামগ্রী প্রমাণম্।"[১৭] অর্থাৎ ভ্রমভিন্ন ও সংশয়ভিন্ন যে বস্তুর উপলব্ধি তার সাধক যে বোধ ও অবোধ পদার্থের সমষ্টি তাই প্রমাণ পদবাচ্য। প্রমাণ পদটি প্রমার করণ অর্থে প্রযুক্ত হওয়ায় প্রমাণ ও করণ শব্দ দুটি পর্যায় শব্দ।

উপরোক্ত করণের সংজ্ঞা থেকে একথা স্পষ্ট যে, এক ব্যক্তি বা এক রকমের বস্তুর সমষ্টিও জয়ন্ত ভট্টর মতে করণ হতে পারে না, কেবলমাত্র বোধ বা জ্ঞান স্বরূপ বা কেবলমাত্র অবোধ বা অজ্ঞান স্বরূপ কোন পদার্থ বিশেষই করণ নয়, জ্ঞান এবং জ্ঞান ভিন্ন পদার্থের সমষ্টি অর্থাৎ সামগ্রীই করণ।

জয়ন্ত ভট্ট একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। ধরা যাক অমাবস্যার মধ্যরাত্রে নিরন্তর ঘনঘটার মধ্যে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ চমক লাগানো বিদ্যুতের আলোয় পথমধ্যে কোনো এক রমণী পথিকের দৃষ্টিগোচর হল। এক্ষেত্রে ঐ রমণীর দর্শন কার্য সম্পাদনে কার উপযোগিতা বেশী- বিদ্যুতের, দ্রষ্টার, নয়নের না ঐ পরিদৃশ্যমান রমণীর? আপাতদৃষ্টিতে উক্ত দর্শন-কার্য সম্পাদনে হঠাৎ প্রকাশিত বিদ্যুৎকে বিশেষ সহায়ক বলা যেতে পারে, কারণ বিদ্যুতের অভাব হলে রমণী দৃষ্টি গোচর হত না, কিন্তু একথাও ঠিক যে, দ্রষ্টাই থাক, নয়নই থাক বা বিদ্যুৎই থাক, কিন্তু ঐ রমণী যদি ঐ সময়ে পথে না আসত তাহলে কে কাকে দেখত? কাজেই নয়নাদি করণ কারকের মতো কর্মকারক রমণীও ঐ দর্শনকার্যের সম্পাদনায় বিশেষ সহায়ককারী হিসাবে উপস্থিত। কাজেই বলা যায় যে, কার্য জনকত্বের জন্য যে অনিবার্য বৈশিষ্ট্য বা অতিশয় তা সামগ্রীর

অন্তর্গত কোনো একটি কারকের ধর্ম হতে পারে না। সামগ্রীকে করণ বললে ঐ অতিশয় সামগ্রীর পক্ষে সঙ্গত- একথা বলা যেতে পারে। অতএব জয়ন্ত ভট্টর মতে সামগ্রীর করণত্বই যুক্তি যুক্ত।

জয়ন্ত ভট্টের এই সামগ্রীকরণতাবাদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার আপত্তি উঠতে পারে। যথাঃ-

প্রথমত, সাধকতম অর্থেই 'করণ' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে, আবার সাধকতম শব্দটি অতিশয়, উৎকর্ষ বা শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপক। কিন্তু 'অতিশয়', মাত্রই আপেক্ষিক হওয়ায় তা কার অপেক্ষায় অতিশয় তা জানা প্রয়োজন। প্রমা সম্পাদন কার্যে যদি একাধিক সাধক থাকে, তাহলে সেগুলির মধ্যে অপেক্ষায় যার উৎকর্ষ থাকবে তাই সাধকতম বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু সামগ্রীকে করণ বলা হলে কার অপেক্ষায় সামগ্রীর উৎকর্ষতা তা বলা উচিৎ। কতকগুলি বস্তুর সংহতিরূপ সামগ্রী এক, নানা নয়। সুতরাং তদ্ব্যতিরিক্ত অন্যকোন সাধক উপলব্ধ না হওয়ায় সামগ্রীকে কার অপেক্ষায় উৎকর্ষ বলা হবে? অর্থাৎ ভ্রম সংশয় ভিন্ন প্রমার যাবতীয় কারণ গুলোই সামগ্রী পদের প্রতিপাদ্য হয়ে পড়ায় উক্ত কারণগুলো একযোগে সমানভাবে সাধক হয়ে পড়েছে। কিন্তু ঐ সামগ্রীর অন্তর্গত এরকম কোন কারণ দেখা যাচ্ছে না যার অপেক্ষায় উক্ত সামগ্রী উৎকর্ষ, ফলে উক্ত সামগ্রী সাধকতম বলে পরিগণিত না হওয়ায় তাকে করণ বলা চলে না।

দ্বিতীয়ত, সামগ্রীকে প্রমান স্বীকার করলে কে প্রমেয় হবে তা বোঝা যায় না। কারণ যা প্রমেয় তা সামগ্রীর কার্য প্রমার বিষয়রূপ কর্ম হওয়ায়, প্রমেয় না থাকলে প্রমাজ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না বলে, প্রমেয়কেও সামগ্রীর অন্তর্গত অন্যতম সাধকরূপে গণ্য করতে হবে। তাহলে প্রমেয় ও সামগ্রীরূপেই কার্য করবে এবং তা করণের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে কোন্ বিষয়ে সামগ্রী প্রমাণ হবে? কে বা সামগ্রীর সাহায্যে প্রমেয় বুঝবে? অর্থাৎ প্রমারূপ কার্যের বিষয়ীভূত কর্ম স্বতন্ত্রভাবে না থাকায় প্রমাণ সামগ্রীর কার্যসকল নির্বিষয় হয়ে পড়বে এবং সামগ্রীর সাহায্যে প্রমেয়কে বোঝার জন্য প্রমাতাও থাকছে না কারণ, প্রমাতাও করণের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে পড়ছে। সেক্ষেত্রে প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয় এবং প্রমিতির স্বাতন্ত্র্য না স্বীকার করলে এই চাররকম উপকরণ বিভিন্ন ভাবে সংঘটিত হলে তত্ত্ব পরিসমাপ্ত হয় [১৮] একথার ব্যাঘাত ঘটবে। এছাড়া প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয় এবং প্রমিতি এই চার রকমের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের দ্বারা নিয়ত অপেক্ষিত হওয়ায় কোন একটির অভাবে সুখ হেতুর গ্রহণ, দুঃখহেতুর ত্যাগ এবং উপেক্ষেণীয় বিষয়ের উপেক্ষা এই সকল ব্যবহার- কার্য সম্পন্ন হতে পারবে না।

তৃতীয়ত, আপত্তি উঠতে পারে যে, সামগ্রী যদি করণ হয়ে থাকে, তাহলে সামগ্রীর শব্দে করণত্ববোধক তৃতীয়া বিভক্তির নির্দেশ হয় না কেন? যেমন আমরা বলে থাকি- প্রদীপের দ্বারা দেখছি, চোখের দ্বারা দেখছি, লিঙ্গের দ্বারা জানছি, শব্দের দ্বারা অর্থবোধ করছি, মনের দ্বারা নিশ্চয় করছি কিন্তু কখনোই সামগ্রীর দ্বারা দেখছি একথা বলি না। কাজেই বলা যেতে পারে, সামগ্রীতে তৃতীয়া বিভক্তির ব্যবহার না হওয়ায় সামগ্রীর করণত্বের অনুমোদন হয় না।

চতুর্থত, সামগ্রীকরণতাবাদ সম্পর্কে আপত্তি তোলা যেতে পারে যে, আমরা সামগ্রী বলতে মিলিত কারকগুলিকে বুঝে থাকলেও সেই কারকগুলির দ্বৈরূপ্য বোধগম্য করা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, জ্ঞান ক্রিয়ার ক্ষেত্রে কর্তা, কর্ম, করণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কারণ স্বীকার করা হয়, কিন্তু সামগ্রীকরণতাবাদে ঐগুলির কোন একটি সাধকতম বা করণ বলে স্বীকৃত না হয়ে, ঐ সকল কারকের সমষ্টিকে করণ বলে স্বীকার করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রত্যেক কারণে দুটি করে রূপ, স্বীকার করতেই হবে, যেমন, কর্তা, কর্ম, করণ প্রভৃতি কারকগুলিতে ব্যক্তিগতভাবে কর্তৃত্ব, কর্মত্ব, করণত্ব ইত্যাদি ধর্ম থাকে, কারণ আমরা পূর্বেই জেনেছি সম্মিলিত অবস্থায় এই ধর্মগুলি অক্ষুন্ন থাকে এবং সম্মিলিত অবস্থায় ঐ গুলিতে সাধকতমত্ব বা করণত্ব ধর্ম দেখা যায়। এই দ্বি-ভাব ধারণার বহির্ভূত।

পঞ্চমত, করণে যে তৃতীয় বিভক্তির ব্যবহার হয়, তা করণ কারকের অন্য কারণের থেকে বৈলক্ষন্যকেই বুঝিয়ে থাকে। 'আমার দ্বারা আমি দেখছি' এবং 'ঘটের দ্বারা ঘট দেখছি'- এরূপ লোক ব্যবহার দেখা না যাওয়ার কারণ হল লোকে কর্তা এবং কর্ম থেকে করণের বৈলক্ষন্য বিশেষ রূপে জানে এবং এই কারণেই অন্যান্য কারকের তুলনায় করণ কারকের অতিশয়ত্ব আছে। এজন্যই জ্ঞান ব্যবহার স্থলে নয়ন, মন, দীপ ইত্যাদিতে সাধক তমত্বের জ্ঞাপক তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। জ্ঞান ক্রিয়ার ক্ষেত্রে কর্তা, কর্ম ও করণ কারক আবশ্যিক হলেও অন্যান্য কারকের উচ্ছেদ-সম্ভবনা নেই, কারণ পাকাদি ক্রিয়া স্থলে অধিকরণাদি অন্যান্য কারকেরও ব্যবহার হয়ে থাকে।

আলোচনার উপসংহারে আমরা জয়ন্তভট্টের বিরুদ্ধে যে সব আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে তা কতটা যথাযথ সে বিষয়ে জয়ন্ত ভট্টকে অনুসরণ করেই সিদ্ধান্ত নিষ্কাশিত করব।

জয়ন্তভট্টের মতে, নিজ নিজ ব্যাপার বিশিষ্ট কারক সমূহের সমষ্টি সামগ্রী, সব্যাপার কোন কারক বিশেষকে অপেক্ষা করেই সামগ্রী করণের ভূমিকা নিয়ে থাকে। সমগ্র কারক উপস্থিত হলে তবেই কার্য সম্পাদিত হয় এবং ঐগুলির মধ্যে কোন একটি উপস্থিত না থাকলে কার্য সম্পন্ন হয় না। অতএব একথা বলা যেতেই পারে যে, সামগ্রীর অন্তর্গত অন্যকারক অপেক্ষায় সামগ্রীর উৎকর্ষতা আছে।

প্রমেয়, প্রমাতা, প্রমাণ প্রভৃতি শব্দ প্রমিতিরূপ কার্যের উৎপত্তির সাথে সম্পর্কিত। প্রমা বা প্রমিতির যা আশ্রয় তাকে প্রমাতা এবং যা প্রমিতির বিষয় বা কর্ম তাকে প্রমেয় বলে। অতএব প্রমিতির সাথে সম্বন্ধযুক্ত না হলে প্রমাতা এবং প্রমেয় এরূপ ব্যবহারের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু কেবল কর্তা বা কেবল কর্ম থাকলেই প্রমাজ্ঞান উৎপন্ন হয় না, প্রমা জ্ঞানরূপ কার্য উৎপন্নের জন্য কর্তা, করণ, কর্ম প্রভৃতি প্রমাজ্ঞান-কারণগুলির অবশ্যই উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। এই সকল কারকগুলির কোন একটি অনুপস্থিত থাকলে প্রমা- কার্য নিষ্পন্ন হতে পারবে না, এবং প্রমা নিষ্পন্ন না হওয়ায় প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমাণ প্রভৃতি শব্দের সেই অবস্থায় গৌণার্থে প্রয়োগ হয়ে থাকে। প্রমার উৎপত্তির পরই প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমাণ প্রভৃতি শব্দের মুখ্যার্থে প্রয়োগ হতে পারে। এভাবে জয়ন্তভট্ট দেখিয়েছেন যে, কারণ সমষ্টির অভাবে প্রমিতির সাথে কারোরই সম্বন্ধ থাকে না এবং তমপ্- প্রত্যয়ের অর্থ অতিশয়কে লাভ করবারও উপযুক্ত কেউ না থাকায় সেই সামগ্রীই একমাত্র প্রমিতির করণ অর্থাৎ সাধকতম বলে বিবেচিত হয়। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, সমগ্র কারকের সমষ্টিই সামগ্রী। কিন্তু সামগ্রী তার অন্তর্গত কারকের স্বরূপহানি করতে পারে না। যার যা স্বরূপ সামগ্রীকালেও তার প্রত্যাভিজ্ঞান হয়। কাজেই প্রমা কার্যের জনক সামগ্রীগুলির প্রত্যেকটিরই নিজ নিজ স্বরূপ সামগ্রীকালওে প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। কারক- সমুদয় থেকে সামগ্রী যে আলাদা তা প্রত্যেক্ষর সাহায্যে উপলব্ধি হয়। প্রমেয়, প্রমিতি, প্রমাণ প্রভৃতির সম্মিলিতভাবে সামগ্রী গঠিত হলেও সামগ্রীর প্রত্যক্ষ হওয়ার সময় ঐ সামগ্রীর অন্তর্গত প্রমেয়, প্রমাতা প্রভৃতির স্বরূপের হানি হয় না এবং এগুলির পৃথক পৃথক উপযোগিতা থাকায় প্রত্যেকেরই স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে।

সামগ্রী শব্দে করণত্ববোধক তৃতীয়া বিভক্তির নির্দেশ হয় না কেন, এরূপ আপত্তির উত্তরে বলা যেতে পারে যে, সামগ্রীর নাম সমষ্টি। এই সমষ্টি কোনো বিশেষ মুহূর্তে সম্মিলিত প্রত্যেক বস্তু থেকে ভিন্ন এরূপ ব্যবহারে আসে না। সেই জন্য সামগ্রীর দ্বারা দেখছি- একথা কেউ বলেন না। অতএব সামগ্রীর অন্তর্গত প্রত্যেক কারকের সাথে তৃতীয়া বিভক্তি অন্বিত হতে পারে না বলে 'সামগ্রী' শব্দে তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ যথাযথ হয় না। দীপ এবং ইন্দ্রিয় শব্দের পরে তৃতীয়া বিভক্তি প্রয়োগ হয় তার কারণ হল ঐ সকল বস্তুর ওপর সামগ্রীর আরোপ। নিয়ত ফল উৎপাদকত্ব সামগ্রীর স্বভাব। অন্যান্য স্থলে ও সামগ্রীর আরোপবশত তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেমন 'স্থাল্যাপচতি' এই স্থলে 'স্থালী' অধিকরণ কারক হলেও এই স্থলে সামগ্রীর বৈধ প্রয়োগে

স্থালীতে তৃতীয়া বিভক্তির আরোপ দেখা যায়। আগেও বলা হয়েছে যে বৈয়াকরণগণও বক্তার ইচ্ছানুসারে কর্তা, অধিকরণ ইত্যাদি কারকের ক্ষেত্রেও তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ বৈধ বলে স্বীকার করেন। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, সামগ্রীর অন্তর্গত কারকগুলিকে অপেক্ষা করেই সামগ্রী প্রমাণ হয়ে থাকে, এগুলি থেকে কোনো কারককে বাদ দিলে সামগ্রীর প্রমানতা থাকে না।

আরও বলা যেতে পারে যে, আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেক কারকে কর্তৃত্ব, কর্মত্ব প্রভৃতি ধর্ম থাকলেও সাধকতমত্বের জ্ঞাপক করণত্ব ধর্ম কোন একটিতেও থাকে না। কারণ জয়ন্ত ভট্টর মতে সকল কারকের সমষ্টিই সাধকতম বা করণ। কারক সকলের সম্মিলিত রূপই সামগ্রী উৎপন্ন করে, আর একমাত্র সামগ্রীই প্রকৃত অর্থে সাধকতম হওয়ার যোগ্য। কাজেই কেবল কর্তাতে কর্তৃত্ব ধর্ম মানা গেলেও করণত্ব ধর্ম স্বীকৃত হতে পারবে না। অনুরূপভাবে কর্মে কর্মত্ব এবং করণ কারকে করণত্ব ধর্ম না থাকায় কোন একটি কারককে প্রকৃত অর্থে করণ পদবাচ্য বলা যায় না। সকল কারকের সমষ্টিকেই প্রকৃত করণ পদবাচ্য বলা যেতে পারে। অর্থাৎ কারকগুলির প্রত্যেকটির দ্বৈরূপ্য ধারণার বহির্ভূত- এরূপ আপত্তি যথাযথ হয়নি। এছাড়াও নয়ন, মন, দীপ প্রভৃতি অবোধ স্বভাব বস্তুর সমষ্টিরূপ সামগ্রীকে করণ বলার থেকে যে সামগ্রীর দ্বারা সংশয়ভিন্ন এবং ভ্রম ভিন্ন যথাযথ বস্তু বিষয়ক অনুভূতি উৎপন্ন হয় এবং যা বোধাবোধ স্বভাব বিশিষ্ট, দ্বিবিধবস্তু ঘটিত এবং কর্তা ও কর্ম থেকে ভিন্ন হয় সেরূপ সামগ্রীকে করণ বলাই যুক্তি যুক্ত।

পরিশেষে বলা যায় যে, করণ সম্বন্ধে প্রাচীন ও নব্যনৈয়ায়িক গণের যে মতবাদগুলি পরিলক্ষিত হয় সেগুলি যথেষ্ট ত্রুটি পূর্ণ এবং জয়ন্তভট্টের করণ সম্বন্ধীয় মতকে অনুসরণ করলে সেই ত্রুটি গুলি কিছুটা অতিক্রম করে ওঠা সম্ভব। যদিও জয়ন্ত ভট্টের মতবাদের বিরুদ্ধেও নানা আপত্তি উঠে উঠেছে, তৎ সত্ত্বেও পর্যালোচনা করে দেখা গেল করণ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মতবাদগুলির মধ্যে জয়ন্ত ভট্টের মতই অধিকতর যুক্তি যুক্ত।

তথ্যসূত্র:

১. গোস্বামী, নারায়ণ সম্পাদিত। তর্কসংগ্রহ (অন্নংভট্ট)। সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪২৩, পৃ. ২৯০।
২. 'অসাধারণং কারণং করণম্', তদেব, পৃ. ২৯০।
৩. গোস্বামী, নারায়ণ সম্পাদিত। তর্কসংগ্রহ (অন্নংভট্ট)। সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪২৩, পৃ. ২৯৩।
৪. বাগচী, দীপক কুমার সম্পাদিত। তর্কসংগ্রহ দীপিকা (অন্নংভট্ট)। নারায়ণ প্রিন্টিং, কলকাতা, (২০০৮), পৃ. ৭৩।
৫. পাণিনিসূত্র ১। ৪। ৪২
৬. অমর কোষ ৩। ৩। ৪৫৩
৭. ননুকিমিদমসাধারণকারণত্ত্বম, অতিশয়িতত্বমিতি গৃহাণ- সৎকারি শর্মা বঙ্গীয় সম্পাদিত, তর্কসংগ্রহ, ১ম সংস্করণ, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ ১৯৬৯, পৃ. ৩৬।
৮. ভট্টাচার্য্য, বামাচরণ কর্তৃক সম্পাদিত। তর্কসংগ্রহ। ১৯৪০, পৃ. ৭৪।
তুলনীয় - অসাধারণং কারণং করণম্। অসাধারণত্নং ব্যাপাররবত্ত্বম্- পঞ্চানন তর্কবাগীশ সম্পাদিত, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, ভাষাপরিচ্ছেদ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৮৮।
৯. বাসুদেব শাস্ত্রী অভ্যঙ্কর কর্তৃক সম্পাদিত, ন্যায়কোষ ৩য় সংস্করণ, বম্বে সংস্কৃত ও প্রাকৃত সিরিজ, ১৯২৮, পৃ. ২০১।

১০. কামাক্ষ্যানাথ তর্কবাগীশ কর্তৃক সম্পাদিত, তত্ত্বচিন্তামণি, ৪র্থ খণ্ড, ১ম ভাগ, বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা ও এসিয়টিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯২, পৃ. ১৪।

১১. সৎকারি শর্মা বঙ্গীয় সম্পাদিত, তর্কসংগ্রহ, ১ম সংস্করণ, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ১৯৬৯, পৃঃ ২৭৪।

১২. এবং চ দ্রব্যগুণক্রিয়াত্মক কার্যত্রয় নিরূপিতং নির্ব্যাপার-সব্যাপার বৃত্তি চ যৎ তদ্ধেতুত্বমিতিফলতি।...... ক্রিয়াজনকমাত্রবৃত্তি ব্যাপারবদবৃত্তি চ যৎ তদের করণত্বমিত্যর্থঃ।-- পরমেশ্বরানন্দ শর্মা কর্তৃক সম্পাদিত, বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত কৌমুদী, দিল্লী, বারানসী, পাটনা, ১৯৯১, পৃ. ৫৫০।

১৩. বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ দ্বিবেদী ও বামাচরণ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সম্পাদিত, গাদাধরী, ১ম ভাগ, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ১৯২৭, পৃ. ১০।

১৪. সদাশিব শাস্ত্রী জোশী কর্তৃক সম্পাদিত, বৈয়াকরণভূষণসার, কাশি সংস্কৃত সিরিজ, ১৯৩৯, পৃ. ১৭৩।

১৫. ফণীভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক সম্পাদিত, ন্যায়দর্শন, ১ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১১, পৃ. ৯৩।

১৬. ছিদিক্রিয়াং প্রতি কুঠারঃ- বাসুদেব লক্ষণশাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত, তর্ক কৌমুদী, ৪র্থ সংস্করণ, বম্বে, ১৯১৪, পৃ. ৬।

১৭. সঞ্জিতকুমার সাধুখাঁ সম্পাদিত, ন্যায়মঞ্জরী (শ্রীজয়ন্ত ভট্টকৃত), সদেশ প্রকাশক, কলকাতা, সংস্করণ ২০০৬, পৃ. ৪২।

১৮. ফণীভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক সম্পাদিত, ন্যায়দর্শন, ১ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১১, পৃ. ১২।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. দ্বিবেদী, বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ ও ভট্টাচার্য্য, বামাচরণ, সম্পাদনা। গাদাধরী, ১ম ভাগ, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ১৯২৭।

২. লক্ষণশাস্ত্রী, বাসুদেব, সম্পাদনা। তর্ক কৌমুদী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯১৪, বম্বে।

৩. ন্যায়াচার্য্য, কর, শ্রী গঙ্গাধর, সম্পাদনা। তর্কভাষা (প্রথমখণ্ড), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, সহযোগে মহাবোধি বুক এজেন্সি। ২০০৮, কলকাতা।

৪. বঙ্গীয়, সৎকারি শর্মা, সম্পাদনা। তর্কসংগ্রহ (অন্নংভট্ট), ১ম সংস্করণ, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ১৯৬৯।

৫. গোস্বামী, নারায়ণ। তর্কসংগ্রহ (অন্নংভট্ট), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, কোলকাতা।

৬. বাগচী, দীপক কুমার, সম্পাদনা। তর্ক সংগ্রহ দীপিকা (অন্নংভট্ট), নারায়ণ প্রিন্টিং, ২০০৮, কলকাতা।

৭. তর্কবাগীশ, কামাক্ষ্যানাথ, সম্পাদনা। তত্ত্বচিন্তামণি, ৪র্থ খণ্ড, ১ম ভাগ, বিবলিত্তথেকা ইন্ডিকা ও এসিয়াটিক সোসাইটি, ১৮৯২।

৮. অভ্যঙ্কর, বাসুদেব শাস্ত্রী, সম্পাদনা। ন্যায়কোষ, ৩য় সংস্করণ, বম্বে সংস্কৃত ও প্রাকৃতসিরিজ, ১৯২৮।

৯. তর্কবাগীশ, ফণীভূষণ, সম্পাদনা। ন্যায়দর্শন, ১ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১১।

১০. তর্কবাগীশ, শ্রী পঞ্চানন, সম্পাদনা। ন্যায়মঞ্জরী (প্রথমখণ্ড), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯, কলকাতা ।

১১. তর্কবাগীশ, শ্রী পঞ্চানন, সম্পাদনা।ন্যায়মঞ্জরী (দ্বিতীয়খণ্ড), কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯, কলকাতা ।

১২. সাধুখাঁ, সঞ্জিতকুমার, সম্পাদনা। ন্যায় মঞ্জরী (শ্রী জয়ন্তভট্ট), সদেশ প্রকাশক, ২০০৬, কলকাতা ।

১৩. লাহিড়ী, ডঃ প্রবোধচন্দ্র ও শাস্ত্রী, পণ্ডিত হৃষীকেশ, সম্পাদনা। পাণিনীয়ম, প্রথম সংস্করণ, দি ঢাকা স্টুডেন্টস লাইব্রেরী ১৯৫৬, কলকাতা।
১৪. শাস্ত্রী জোশী, সদাশিব, সম্পাদনা। বৈয়াকরণ ভূষণ সার, কাশি সংস্কৃত সিরিজ, ১৯৩৯ ।
১৫. শর্মা, পরমেশ্বরানন্দ, সম্পাদনা। বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত কৌমুদী, দিল্লী, বারানসী, পাটনা, ১৯৯১ ।
১৬. ভট্টাচার্য্য, শ্রীমোহন ও ভট্টাচার্য্য, শ্রী দীনেশচন্দ্র, সম্পাদনা। ভারতীয় দর্শন কোষ (প্রথমখণ্ড), সংস্কৃত কলেজ, ১৯৭৮, কলকাতা।
১৭. তর্কবাগীশ, পঞ্চানন, সম্পাদনা। সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী, ভাষা পরিচ্ছেদ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৭৪ ।